নিবার্চন কমিশনকে অভিনন্দন জানিয়ে দশর্নায় আনন্দ মিছিল

জাতীয় সংসদ নিবার্চনের তফসিল ঘোষনা করার পর দশর্না পৌর বিএনপি নিবার্চন কমিশনকে অভিনন্দন জানিয়ে দশর্নায় আনন্দ মিছিল করেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দশর্না সরকারি কলেজের সাবেক জিএস ও দশর্না বিএনপির সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল ও দশর্না পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বযক কমিটির সদস্য ইকবাল হোসনের নেত্রীত্বে এ আনন্দ মিছিলটি বের হয়।

দশর্না পুরাতন বাজার থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়ে দশর্না শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাওয়া হয় এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করায় নিবার্চন কমিশনকে দশর্না পৌর বিএনপির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জনানো হয়।

এ সময়ে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি’র আরিফ উজ্জামান আরিফ, অপু সুলতান, সাবেক কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, ছাত্রদলের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুবদলের নেতা ইকবাল হোসেন, দশর্না কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিজ ইকবাল, মৎসজীবি দলের সদস্য সচিব শাহীন আহম্মেদ। এছাড়া আরো উপস্থিতি ছিলেন, নসীর উদ্দীন, আব্দুল জলিল ও রবিউল ইসলাম রবি প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ীতে গাঁজাসহ ব্যবসায়ি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা ঘোলদাড়ি ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে পাইকপাড়া গ্রামের ফিরোজকে গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে ঘোলদাড়ি ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১শ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে গ্রেফতার করে।

জানা গেছে, উপজেলার বড় পাইকপাড়া গ্রামের মাহাবুল হকের ছেলে ফিরোজ আলী (৩০) দীর্ঘদিন ধরে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে আসছিল।

বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাঈলের নেতৃত্বে ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই প্রদীপ বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ফিরোজের বাড়ির সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা আটক

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ লিখন নামের এক ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার বাবুপাড়া এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ লিখন নামের একজন ছাত্রদল নেতাকে আটক করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তোফাজ্জেল হকের নেতৃত্বে গভীর রাতে পরিচালিত এ অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাবুপাড়ার একটি টংঘর ঘিরে ফেলে অভিযানে অংশ নেয় সেনা ও পুলিশ সদস্যরা। অভিযান চলাকালে টংঘরের ভেতর থেকে একটি ওয়ান শুটার গান, একটি চাইনিজ কুড়াল, এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। একই সময় সেখানেই অবস্থানরত মৃত তারাচাঁদের ছেলে মোঃ লিখন হাসান হিরক(২৬) কে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও আলামত পুলিশ জব্দ করে এবং আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল জানান, সেনাবাহিনীর নির্দেশনায় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদার ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আকবর আলীর অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত বুধবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের আয়োজনে স্কুল মাঠে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি দীর্ঘ ৩৯ বছর ধরে এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সারমিন সেলিনা আজহার। দামুড়হুদা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র মেজর আল আমিন (বগুড়া), প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও দর্শনা সরকারি কলেজের প্রভাষক মুক্তা কর্মকার, প্রাক্তন শিক্ষার্থী রোকনুজ্জামান (ইউ.আর.সি), স্কুলের শিক্ষক ইদ্রিস আলী, জহুরুন নেছা, নাজমা, ইয়াসমিন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্কুল কমিটির সাবেক সভাপতি মিন্টু, কুতুব, রেজাউল, শফিকুল, জুয়েল, সিরাজুল, আকতার, নারান, রিয়া, নাজমা, সেলিনা, সাহিদা, আশরাফ, মমতাজ, সেলিম, শফি, রহমত, আবুল, সেলিম, স্বপ্না বালা সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

দামুড়হুদা বাজারে সিসি

ক্যামেরা স্থাপনের উদ্বোধন

বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ করে দামুড়হুদা বাজারে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন পয়েন্টে ১৮টি সিসি ক্যামেরা স্থাপনের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় নবনির্বাচিত বাজার বণিক সমিতির আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে সমিতির কার্যালয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। সিসি ক্যামেরার উদ্বোধন করেন নবাগত দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবাইদুর রহমান সাহেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউএনও বলেন, বাজারে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য তিনি বাজার বণিক সমিতিকে ধন্যবাদ জানান। অপরাধ দমন ও সনাক্তকরণে এই সিসি ক্যামেরা স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাজার বণিক সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আপনাদের দেখে অন্যান্য বাজারেও বাজার কমিটির মাধ্যমে সিসি ক্যামেরা স্থাপন শুরু হবে। বাজার সংশ্লিষ্ট উন্নয়নের জন্য আপনাদের পরামর্শ ও চাহিদা সরকারি সক্ষমতার মধ্যে যতটা সম্ভব তা বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাজারের সার্বিক উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। বিভিন্ন কারণে আমাদের দামুড়হুদা উপজেলা এখনো পৌরসভায় রূপান্তরিত হয়নি। আমরা উপজেলায় বসবাস করলেও এটি কোনো শহর নয়, উপজেলা শহরের মতোও নয়। এর আগে এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়ন হয়নি। তাই উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ এই দামুড়হুদা সদরের বাজারঘাটের উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

বক্তারা আরও বলেন, বাজারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার জন্য ডাস্টবিন স্থাপন খুবই প্রয়োজন। শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষায় দ্রুত ডাস্টবিন স্থাপনের আহ্বান জানান তারা। বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, যদি বাজারের দোকান মালিকরা নিজেদের দোকানের ভেতরে গোপনে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করেন, তাহলে কোনো ঘটনা ঘটলে সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদা বাজার বণিক সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন, দামুড়হুদা বাজার বণিক সমিতির উপদেষ্টা ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, বাজার বণিক সমিতির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবুসহ বাজার বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে হয়রানির, প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় ওয়ারিশ সুত্রে পাওয়া জমি নিয়ে হয়রানির শিকার একটি পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে ওই পরিবারের পক্ষে সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের নিকট উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

আলমডাঙ্গার কাচারি বাজারের মৃত চেরাগ আলীর ছেলে সিরাজুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমার নানার সম্পত্তি ৭১ নং কামালপুর মৌজার আরএস ৪১ নং খতিয়ানের ৭৬৩ নং দাগে ৩৭ শতক জমি আমার মা আয়েশা খাতুনের নামে রেজিস্ট্রী করে দেন। আমার মা মারা যাবার পর ওয়ারিশ সূত্রে ওই সম্পত্তি আমাদের ৪ ভাইয়ের নামে রেকর্ড হয়। বর্তমানে এই সম্পত্তি ভোগ দখল করে আসছি।

উক্ত দখলীয় সম্পত্তি কামালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের স্ত্রী সাস্তরী খাতুন তার নিজের জমি দাবী করে ২০০৩ সাল থেকে নিম্ন এং উচ্চ আদালতে বেশ কয়েকবার মামলা দায়ের করেন। আদালতে সাস্তরী খাতুন দলিল, রেকর্ড বা কোনো বৈধ কাগজ না দেখাতে পারায় সব মামলায় আমাদের পক্ষে রায় হয়।

সাস্তরী খাতুন আমাদের হয়রানি করার জন্য সম্প্রতি আবারও আদালতে মামলা দায়ের করেন। মিথ্যা তথ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা দাবী করে সিরাজুল ইসলাম সংবাদ

সম্মেলনের মাধ্যমে সাস্তরী খাতুনের একের পর এক হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা ও সার জব্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় লাইসেন্স ছাড়াই সার মজুত ও পাচারের অভিযোগে এক সার ব্যবসায়ীর গোডাউনে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এতে বিপুল পরিমাণ সার মজুতের প্রমাণ মিলেছে। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সার ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম রাতের আঁধারে চোরাই পথে সার সংগ্রহ করে নিজের গোডাউনে মজুত করতেন। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বস্তা ডিএপি সারের দাম ১,০৫০ টাকা হলেও তিনি তা ১,৫০০ টাকায় মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় পাচার করতেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের একটি স-মিলের সামনে সন্দেহজনকভাবে চলাচলকারী একটি লাটাহাম্বা গাড়ি স্থানীয় লোকজন থামিয়ে দেন। গাড়িটিতে থাকা ৫০ বস্তা ডিএপি সার উদ্ধার করা হয়। পরে জানা যায়, এসব সার মিনারুল ইসলামের গোডাউন থেকে পাচারের জন্য নেওয়া হচ্ছিল।

পরদিন বুধবার দুপুরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ ওই গোডাউনে অভিযান চালান। কর্মকর্তারা জানান, সেখানে বিএডিসি বা বিসিআইসির কোনো বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই প্রায় এক হাজার বস্তা ডিএপি, টিএসপি, ইউরিয়া ও অন্যান্য সার মজুত পাওয়া যায়।

অভিযানের সময় স্থানীয় সার সিন্ডিকেটের কয়েকজন লোক ঘটনাস্থলে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। তাঁরা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ গিয়ে

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিনারুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং উদ্ধার হওয়া ৫০ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করেন। উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, বৈধ লাইসেন্স ছাড়া সার ব্যবসা এবং সার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ বলেন, মিনারুল ইসলামের নামে কোনো লাইসেন্স নেই। তিনি অবৈধভাবে সার ব্যবসা করছেন। কৃষক সাজিয়ে তাঁর লোকজন আমাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেছে। সিন্ডিকেটে যারা জড়িত থাকুক, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় কৃষকেরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সার পাচার বন্ধ না হলে ন্যায্যমূল্যে সার পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। প্রশাসনের এ অভিযান তাঁদের কাছে আশার বার্তা হয়ে এসেছে।

নবাগত চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের আলমডাঙ্গা থানা পরিদর্শন

আলমডাঙ্গা থানা পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বুধবার বেলা ১টার সময় আলমডাঙ্গা থানা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি থানায় কর্মরত অফিসার ও ফোর্সের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং থানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পুলিশ সুপার মহোদয় থানা ভবন, অফিস কক্ষ, ব্যারাক ও মেস পরিদর্শন করেন। তিনি জনবান্ধব পুলিশিং, মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ, আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এলাকার সার্বিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সকল পুলিশ সদস্যকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় তিনি থানার মেসে উন্নতমানের খাবার নিশ্চিতকরণ, দাপ্তরিক সকল কাজ সুসম্পন্ন করা, ব্যারাক সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ফোর্সের যৌক্তিক ছুটি মঞ্জুরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার নবাগত থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ বানী ইসরাইল এবং থানার সকল পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স সদস্যবৃন্দ।

মানুষ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করবে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, আমরা কৃষকদেরকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় আমরা ক্ষমতায় আসলে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। আমরা দীর্ঘ ১৭ বছর সংগ্রাম করে টিকে আছি। আমাদের বিএনপির ৭শ নেতাকর্মী গুম খুনের স্বীকার হয়েছেন। আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। আমরা দিনের ভোট রাতে করবো না। জনগণ যদি আমাদের চায় আমরা ক্ষমতায় আসবো।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকাল ৪টায় উপজেলার লোকনাথপুর হেলিপ্যাড ফুটবল মাঠে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

তিনি আরো বলেন, ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যকর্মী পৌঁছে দিয়ে স্বাস্থ্য সচেতন জাতী আমরা তৈরি করতে চাই। ইতিবাচক রাজনীতির সংস্কৃতি তৈরি করতে চাই। বিএনপির ৩১ দফায় দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের স্বার্থ,

অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে। আপনারা সৌভাগ্যবান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী, সৎজন প্রার্থীদের মধ্যে সামনের কাতারে রয়েছে আপনারা প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই অঞ্চলের মা-বোনেরা, সন্তানেরা, ছোট ভাইদের ভোটটি ধানের শীষ প্রতীকে দিয়ে ব্যালট বাক্সটি পরিপূর্ণ করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ। আমরা বিপ্লব করেছি গত ১৬ বছর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের লড়াই, মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই। এই সংগ্রামে চুয়াডাঙ্গার মানুষ বারবার তাদের শক্ত অবস্থান দেখিয়েছে।

তিনি উপস্থিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, চুয়াডাঙ্গা হবে পরিবর্তনের সূতিকাগার, মানুষ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করবে।

দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার বিএনপি আয়োজিত সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হবি, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও পৌর মেয়র নওয়াব আলী, দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আখতারুজ্জামান মিয়া, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী শওকত খন্দকার, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান খোকন, জীবননগর পৌর বিএনপির সভাপতি শাজাহান কবীর, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাজাহান আলী, দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মদ আলী, জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহাতাব আলী, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান টুনু, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

এছাড়া সমাবেশে দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা বিএনপি, ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়কদের সাথে এমপি প্রার্থী খান বাবুর নির্বাচনী বৈঠক

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়কদের সঙ্গে নির্বাচনী বৈঠক করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দর্শনা ডাকবাংলোর কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমন্বয়কদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে সমন্বয়কদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনের দায়িত্বও তাদের হাতে তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

সমন্বয়কদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ডাকবাংলো চত্বরে উপস্থিত নেতা- কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজেদের এলাকায় সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, “নেতা-কর্মীরা কে কী করছেন, সব খবরই আমার কাছে রয়েছে। আমি দেখতে চাই, পৌর এলাকার সব নেতা-কর্মী মাঠে থেকে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করছেন কি না।”

তিনি নির্দেশনা দিয়ে বলেন, শৃঙ্খলা বজায় রেখে এখন ধানের শীষ প্রতীকের ভোটের লিফলেট বিতরণ করতে হবে। কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না। সারিবদ্ধভাবে সিনিয়র নেতারা সামনে এবং অন্যরা পিছনে থেকে লিফলেট বিতরণ করবেন।

পরে তিনি দর্শনা পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দর্শনা

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দর্শনা পৌর সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, শ্রমিক দলের নেতা শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার, দর্শনা পৌর সমন্বয়ক ও সাবেক দর্শনা সরকারি কলেজের জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, প্রভাষক মশিউর রহমান, লুৎফর রহমান, জালাল হোসেন লিটনসহ ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা।